ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 47- 53
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.178

বিভূতিভূষণের ‘চাঁদের পাহাড়’: ভূগোলের চোখে

সৌম্য ঘোষ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.08.2025; Accepted: 26.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

‘Chander Pahar’ of Bibhutibhushan Bandopadhyay is not only an ‘adventure-literature’. The topic of Geography has gained great importance here in two ways: Directly and Indirectly. The map of Africa, tribes,mysteries are all part of direct geography. In the context of indirect geography, there is a sense of existentialism. ‘‘Chander Pahar’’ transcends of Direct geography and Indirect geography and explores an abstract geography. This view of geography does not match the view of colonialism. Bibhutibhushan has tried to reach at this through an existential opposition. Here, ‘Abstract geography’ deals with 'possibility', myth, deviations from reality. Bibhutibhushan has therefore paid off loans of colonialism through this ‘Abstract Geography’ in ‘chander Pahar'. There has also been a change in the thinking of Geography. Geography has been reconstructed through the conflict of essence. Hero of this novel has followed, rejected and then constructed geography.

Keywords: Direct and indirect geography; Dasein; Abstract geography; pay off loans of colonialism; ‘possibility’ and ‘impossibility’ in Geography

এক

‘ভূগোল’ পৃথিবীর বর্ণনামাত্র নয়, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে অন্ধকার মহাবিশ্বে জানার সীমানা বিস্তৃত করে চলেছে ‘ভূগোল’। একটি স্থানের সঙ্গে অন্য একটি স্থানের সম্পর্কের ব্যাপ্তি ভূগোলের স্থূলতম উদাহরণ। মানব মনের অবস্থা প্রতিমুহূর্তে যখন পরিবেশ কর্তৃক পরিবর্তিত হচ্ছে, তখনও ভূগোল এসে দাঁড়ায়। কোনো পরিবেশের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে অভিযোজিত হওয়া এবং বেড়ে ওঠার মধ্যে ভূগোল এবং মানব-চিন্তনের ইতিহাস গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। মনে পড়ে, “হীরামানিক জ্বলে”-র মধ্যে রজনীকান্ত বসুর উক্তি,

> “... আপনাদের পূর্বপুরুষে এটা পেলেন কি করে? এ হলো সমুদ্রপাড়ের জিনিস। বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের আমগাছের ছায়ায় শান্ত ও নিরীহ জিনিস নিয়ে কারবার — কিন্তু এ সীলমোহরের পেছনে রয়েছে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার দুর্দান্ত সাহস...ভারতবাসী যেদিন সমুদ্রের ওপারে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেইসব দিনের ইতিহাস এ সীলমোহরের সঙ্গে জড়ানো।”[১]

অর্থাৎ, ভূগোলের সঙ্গে মানব চিন্তনের সেই কোন্ সুদূর আদর্শ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গৌরবপূর্ণ মর্যাদাকে হারিয়ে ফেলেছে।ফলত, রৈখিক সীমারেখা না বদলালেও ভূগোলের উত্থান-পতন মানবেতিহাসের সঙ্গে কীভাবে বদলে যেতে পারে “হীরামানিক জ্বলে”-তে তার যেন একটা ছবি ধরা পড়েছে ।

ভূগোলের প্রসঙ্গ আনতে গেলে দুটি বিষয়কে প্রাথমিকভাবে দেখে নেওয়া যায়: লগ্নীকৃত ভূগোল এবং ভূগোলের লগ্নীকরণ। বাংলা সাহিত্যে যেদিন রাধা বৃন্দাবন ছেড়ে যমুনা পার হয়ে মথুরার হাটে যায়, সেদিন থেকে ভৌগোলিক সীমানার বৃদ্ধি পেতে থাকে সাহিত্যে। কেবল একটি জায়গার সঙ্গে আরেকটি জায়গার সম্বন্ধের ভূগোলই নয়, সেই

সময়ের এক নারীর জীবিকার পথও উন্মোচিত হয়েছে। নতুন পথের সন্ধানও ভূগোলের প্রসঙ্গ। চৈতন্যের ভারত-ভ্রমণ কিংবা মহারাষ্টাপুরাণের পথপরিক্রমণ সবই 'লগ্নীকৃত ভূগোল'- এর অংশ, অর্থাৎ,অন্য কোনো বিষয়ভাবনা উপস্থাপনের সাপেক্ষে ভূগোলের স্বাভাবিক অবতারণা ঘটেছে সাহিত্যে। আধুনিককালেই প্রথম সাহিত্যের মধ্যে 'ভূগোলের লগ্নীকরণ' ঘটেছে সচেতনভাবে ভূগোলের প্রয়োজনে। ভ্রমণ বা অভিযান সাহিত্যের নায়কের অধিকরণ হিসেবে ভূগোলের প্রয়োজন দেখা গেল বিশেষভাবে। কেবল স্থানের পরিচয়ে আর ভূগোল নয়, সেই সঙ্গে উপলব্ধির পরাকাষ্ঠাও।

প্রসঙ্গত, এর মধ্যেই বের হয়ে গেছে "চাঁদের পাহাড়" উপন্যাস। 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৯৩৫-৩৬ সালে। বই আকারে ১৯৩৭ সালে। বাংলা সাহিত্যে অভিযানমূলক উপন্যাসের সার্থক পথচলা শুরু হয়। সুদূর আফ্রিকার বৃহত্তম এক অংশের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছে নায়ক- শঙ্করের অভিযান। লক্ষ্যবস্তু আর উপলক্ষ্যের দিকে তাকালে, শঙ্করের দ্বৈত সত্তার দ্বৈরথ চোখে পড়ে:

> "কোন অনির্দেশ্য হীরকখনি বা তার চেয়েও অজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায়! আলভারেজ্ কে তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরার খনিতে তার দরকার নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদী... আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।
>
> কিন্তু তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রাত্রে, যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল। সে অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর বর্ণনা নেই। শঙ্কর আর পৃথিবীতে নেই, বাংলা বলে কোনো দেশ নেই।"[২]

-এর প্রধান সহায়িকা বাঙালি-মনের বিস্ময়বোধ,কোমলতা। পৃথিবীর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি যে আফ্রিকা, শঙ্করের সেই একান্ত ভারতীয় তথা বাঙালি-ধাঁচের মানসিকতার সঙ্গে জুড়ে গেছে। ঘরকুনো-বাঙালি-শঙ্করকে বিভূতিভূষণ তাই নিয়ে গিয়ে তুললেন ভৌগোলিক আফ্রিকার কিসুমু থেকে কোবালা, থেকে রোডেসিয়া-বুলাওয়ে-সলসবেরিতে। কিন্তু,নিছক আর অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। হীরকখনির প্রয়োজনটা বিভূতিভূষণের কাছে গৌণ, ঐ কল্পিত চাঁদের পাহাড়'টাই মুখ্য। আর, সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভূগোলের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞান। শঙ্কর কিন্তু কালপুরুষ, সপ্তর্ষি দেখে চিনতে পারে, অঙ্ক কষাতেও মজবুত। সেখানকার ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তো নয়ই। 'ব্যুশক্রাফ্ট' না জেনেও শেষপর্যন্ত বেঁচে ফিরতে পেরেছে শঙ্কর। তার এই অভিযানের পরোক্ষ সহযাত্রী উপন্যাসের কিশোর-পাঠকেরা। সঙ্গে সঙ্গে তারাও টাঙ্গানিয়াকা পার হয়েছে স্টিমারে। বুশম্যান কিংবা মাটাবেল জাতির মধ্যে দিন কাটিয়েছে। প্রত্যক্ষ-বুননের মধ্যে ভূগোলের অফুরন্ত বীজের অঙ্কুর ঘটিয়ে পাঠক তবে নিস্তার পায় শেষপর্যন্ত।

দুই

প্রত্যক্ষ-বুনন ছাড়া পরোক্ষ-বুননেও ভূগোলের প্রসঙ্গ রয়েছে। ব্যক্তির "আমি"-কে প্রতিনিয়ত আরও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হয়। এর মধ্যে দিয়ে অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় । অর্থাৎ, দর্শনের পরিভাষায় "Being in the world।"[৩] হাইডেগারের "ডাজাইন"(Dasein) [৪] ধারণা নির্দিষ্ট স্থানে 'বিশ্ব-মধ্যে-সত্তার' বিশেষ অবস্থিতিকে চিহ্নিত করে। আফ্রিকার ভয়ঙ্কর পরিবেশে মাত্র নয়, এক দুর্ধর্ষ অভিযান, রোমাঞ্চকর খোঁজ এবং ভয়াকুল বিস্ময়ের পথে শঙ্করের অবস্থান গুরুত্ব পেয়েছে। আলভারেজ্-এর উদ্দেশ্য ছিল হীরকের, শঙ্করেরও তাইই। তবে শঙ্করের হীরকের উদ্দেশ্যকে বেষ্টন করে রয়েছে আরেকটি উদ্দেশ্য:

> "ঐ জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডল — আকাশে অনেকদূরে তার ছোট্ট গ্রামের মাথায়ও আজ এমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে... সেসব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূরে সে এসে পড়েছে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে?"[৫] (অনুচ্ছেদ 'ছয়')

অর্থাৎ না-জানা এই উদ্দেশ্য কোনো অরূপরতনের। কিংবা বলা হয়েছে, "জনমানবহীন বিশাল রিখটারসভেল্ড্ পর্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ, ধ্যানস্তিমিত — পৃথিবীর মানুষের সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে"[৬] (অনুচ্ছেদ 'সাত') । আর সেই আত্মস্থ রূপের পূর্ণ সম্ভোগে কাটাতে যায় শঙ্কর। সে তাই ক্ষণিকের জন্য ভাবে "হীরা চায় না।"[৭]

হীরকের সন্ধান ভৌগোলিকভাবে সত্য বটে, কিন্তু তা তার সর্বব্যপ্ত-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়নি। শঙ্করের 'সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি' তাই অন্য 'স্বপ্নজাল' বুনতে পারে। আর, তার ফলে নায়ক শঙ্কর গভীর-পাঠে হয়ে উঠতে থাকে একাধারে দ্বৈত ভূমিকার নায়ক। তার দুই সত্তা পরস্পর বৈপরীত্য যুদ্ধে নামতে পারে। একটা সত্তা নির্ভীক আলভারেজের সঙ্গে এবং সঙ্গ-ছাড়া সাহসিকতার পরিচয় দেয়। সিদ্ধান্ত নেয়। আবার, ইউরোপীয়-সভ্যতা তথা ভদ্রতার চোখ দিয়ে "বর্বর" সভ্যতাকে দাগিয়ে দেয়:

> "... এদেশের মাসাই, জুল, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর (রিখটারসভেল্ড্ পর্বতমালার) আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না"[৮] (অনুচ্ছেদ 'ছয়') ।

অন্য সত্তা, বাংলার সেই ভাবুক ছেলে, সৌন্দর্য-পিপাসু নায়ক। ঘুমের ঘোরে বুনো হাতির স্বপ্ন দেখে ভাবতে বসে "ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়!"[৯] আবার, মজ্জাগত সংস্কারে বন্য কোয়োট্ কিংবা নেকড়ে-শকুনি দেখে ভাবে "কি সব অমঙ্গলের দৃশ্য!"[১০]

এই দুই সত্তার অনুভাব হিসেবে আফ্রিকার পরিবেশ পরিস্থিতিই দায়ভার বহন করে। কেবল অধিকরণমাত্র হয়নি এই ভূ-প্রকৃতি, প্রণোদনার জন্মও দিয়েছে। আফ্রিকার ভূগোল ও ইতিহাস চিরকালীন রহস্যময় অজ্ঞানতায় ভরা। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে শঙ্কর যে কালপুরুষ-সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখেছে,তার তাৎপর্য আর আফ্রিকার ভূখণ্ডে তাদের দেখতে পাওয়ার তাৎপর্য আলাদা। বাংলার ভূখণ্ডে বসে শঙ্করের নক্ষত্রমণ্ডলীয়-জ্ঞান ভূগোল-বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু আফ্রিকার ভূখণ্ডে সপ্তর্ষিমণ্ডল শঙ্করের গ্রামের স্মরণবেদনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

অর্থাৎ, বলবার কথা এই, শঙ্কর একাধারে একক ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে গোটা উপন্যাসের নায়ক, অভিযানের অভিযাত্রী। আবার, কখনো সত্তাগত দিক থেকে সেই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ। একের মধ্যে বহু-কে ধারণ করে কিশোর-পাঠ্য ভূমিকা ছেড়ে বড়ো-বয়সের পাঠচর্চাতেও অংশ নেয়। আর এই বিচিত্র পাঠের অবয়ব গড়ে তুলেছে ভূগোল।

তিন

ওয়েস্টমার্কের বড়ো ভূগোলের বই পড়তে পড়তে শঙ্কর 'চাঁদের পাহাড়' আরোহণের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়। ভূ-প্রকৃতি, অজানা রহস্যের দুনিয়া 'পথের পাঁচালী'-র অপুর মতো শঙ্করকেও টানে। তারা দুজনেই সীমাহীন পথচলায় ব্রতী হয়। পথের দেবতা অপুকে যে মন্ত্র শুনিয়েছিল, শঙ্করকেও একই মননে বিভূতিভূষণ গড়ে তোলেন। অপু যদি স্বয়ং বিভূতিভূষণের আত্মজৈবনিক চরিত্র হয়, শঙ্করও তবে তাঁর মানস পুত্র। তাই মানস-ভ্রমণে আফ্রিকার এত নিখুঁত প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই প্রকৃতির টানে আবার শঙ্কর ফিরবে বলে জানায়। সুতরাং, রূপকথার সেই 'আমার কথাটি ফুরাল' বলে ইতি টানা নেই। 'কোম্পানি গঠন করার চেষ্টা করবে' এবং "...ফিরবে রত্নখনির পুনর্বার অনুসন্ধানে..."[১১] শঙ্কর আবার ফিরবেই।

অন্য ভূ-বিজ্ঞানীদের মতো না হলেও শঙ্কর 'একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সহ- আবিষ্কারক'। শঙ্করের এই ভূগোলের সঙ্গে আজকের মানচিত্র মিলবে না, আর মেলানোর প্রয়োজন নেইও। মানস ভ্রমণের এই মানচিত্রে শঙ্কর আসলে নতুন ভূগোলের জন্ম দিয়েছিল। এই নতুন ভূগোল গড়ে উঠেছিল সিংহের সঙ্গে সম্মুখ অভিজ্ঞতায়- অনাহারে-বহু বীরের সংস্পর্শে। ভূগোলের এই বিচ্যুতিকে নবনির্মাণ হিসেবেও ভেবে দেখা যায়। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'-তে যে রূপকথার রাজ্য অবচেতনের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল তা দিয়েই কি উপন্যাসটি শুরু হয়নি! সেই আঁব খাওয়া থেকে সম্ভব নয় পর্যন্ত রূপকথাটি।আর সম্ভবের কথাটি বলবেন বলেই কথক বন্য প্রদেশে কুসুমঘাটীতে গিয়ে উপনীত হন।[১২] সবটাই কি 'সম্ভব'-এর নিক্তিতে মাপ হয়ে নিখাদ তকমা এঁটে পৌঁছেছে? এই 'সম্ভব'-এর বৈশিষ্ট্যই বা কী? ভূগোলের মানচিত্রে তাকে থাকতেই হবে নয়তো মনের ভেতরে। শঙ্করের পৌঁছে যাওয়ার পথটা ভূগোলে এলোমেলো হলেও রয়েছে। আর পাঠকের মনের ভেতরে রয়েছে অভিজ্ঞতা আর অটুট টানাপোড়েন। তাই যে উপনিবেশ 'সম্ভব'-এর প্রশ্ন তুলে ভারতীয় ঐতিহ্যের 'কথা সম্ভব নয়'-কে অস্বীকার করেছিল, সেই উপনিবেশকেই যেন শঙ্কর শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিয়িছে:

> "ছাদের আলসের দিব্যি চৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার চেয়ে স্ফটিক প্রস্তর হয়ে ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো, ভেঙে যাওয়াও ভালো।" [১৩]

চীন দেশের এই ছড়াটা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আসে একটা বিরোধিতার সূত্র ধরে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যকর্মে এই বিরোধিতা নতুন নয় কিন্তু 'চাঁদের পাহাড়' যাত্রাটা নতুন। তাই দ্বিতীয়বার এই নামটি না থেকেও উপন্যাসটির নামকরণে স্থান পেয়েছে এটি। যার প্রতি অদম্য পিপাসা নিয়ে এই যাত্রা। তবে বাস্তব ভূগোলের চিত্রে তা উদ্দেশ্য-বিন্দু হয়নি। তাহলে কী এই নামকরণের তাৎপর্য? ভূগোলকে অস্বীকার না করে একটা স্থানের ধ্যানস্তিমিত সৌন্দর্যকে সর্বত্রে অনুভব করে যেন 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি' গড়ে উঠেছে। তাই তো কঙ্গো নদীতে স্টীমারে বসে যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখতে পায়, তা একইভাবে জন্মভূমিকে মনে করায়। কিন্তু আকাশটা তার কাছে এক হতে পারলো কই: "সে-সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে...।"[১৪] কেন আকাশটাকে এই ভাবুক ছেলেটি মিলিয়ে দিতে পারেনি? কেন আফ্রিকার আকাশ আর বাংলার আকাশের মধ্যে এত দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান? তবে কি এই স্ববিরোধিতা নিয়েই 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি' গড়ে উঠবে, যার মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্বের অবকাশযাপন! মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আফ্রিকা"। এই দুর্নিবার বিরোধিতা নিয়েই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-রচনা। নিভৃত রহস্যের দুর্গম অরণ্যের মায়াময়ী আফ্রিকার মধ্যে হঠাৎ এলো "নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে।"[১] ভূগোলটা[৫] আফ্রিকার বদলে গেল। নিভৃতচারী জাতিগুলি ভাষা ও নিজস্ব অন্ধকারকে নিয়ে আলোকিত দুনিয়ার শাসনাধীন থাকতে লাগলো। শঙ্করও তো কোম্পানি গঠন করে হানা দেবে আবার আফ্রিকায়, তার সেই 'বর্বর, নরমাংসলোলুপ' পর্বতে। এই অপরাধের স্খালনই কি তার আরেক সত্তা প্রতিমুহূর্তে করে চলেছে? তাই কি এত আকর্ষণ আর মুগ্ধতাকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করে শঙ্কর জানাতেই পারলো না, কোনখানে সেই গুহা, যেখানে অজস্র টেট্রাহেড্রন ক্রিস্টাল পাওয়া যায়? অর্থাৎ বিভূতিভূষণ আর প্রকাশ করাতে পারলেন না সেই সন্ধান। শঙ্করের উপনিবেশ দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে রত্নগর্ভা আফ্রিকার সেই রহস্যকে রহস্যের মধ্যেই রেখে দিলেন। শঙ্কর আবার ফিরবে।অপুর মতো তার যাত্রাও শেষ হয়নি।

চার

একটি দেশের উপর আরেকটি দেশের আধিপত্য অধিকৃত-দেশের ভূগোলেও প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য ভারতের ভূগোলকেও বদলে দিয়েছিল। ভূগোল অর্থে দেশের মানচিত্রটা কেবল নয়, তার অবস্থা,প্রকৃতি এবং সংস্কৃতিও। দূরবর্তী দেশের সংস্কৃতি এবং দর্শন এই আধিপত্যের জোরেই ভারতের সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছিল। 'হীরামানিক জ্বলে'-তে সেই চম্পাভূমির রহস্যই উন্মোচিত হয়েছে, 'হীরামানিক' তো আর জ্বলেনি। তেমনই মাটাবেল্ জাতির সঙ্গে আলাপের মুহূর্তটা। ব্রিটিশদের সঙ্গে ওরা লড়েছিল। ওদের সন্দেহ, ওদের দেশে হীরের সন্ধানে আলভারেজ্ আর শঙ্কর এসেছে। পরিবর্তে পুড়িয়ে দেবার নিজস্ব নিয়মকানুন ওদের আছে। অন্যদিকে, আগন্তুকদের রিভলভার তৈরি। মাছে শান্ত না হলে মৃত্যু নাকি খুন! শান্ত হওয়ার জন্য পরিণামে সিগারেট নাকি বকশিশ? এমনকি পূর্ব অভিযানের বর্ণনাতেও ছিল, কাফির কয়েকজন সঙ্গে গেলে পাবে তামাক নাকি প্রলোভন! তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কারা কাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে? একদিকে সর্বনেশে নিজেদের নিয়ম 'সভ্য গভর্নমেন্টের আইন এখানে খাটবে না' অন্যদিকে দুর্দান্ত কৌশল এবং সন্ধান। অধিগ্রহণের ইতিহাস তো নতুন নয়। পৃথিবীর সব দেশের পুরাতন ইতিহাস ঘাঁটলে অধিগ্রহণের ইতিহাসই তো সামনে আসে। নিজস্ব নিয়মকানুন নিয়ে মাটাবেল জাতির নিজস্ব বন্য-জীবন, অতিথির সঙ্গে একসাথে খাওয়া। কাফিরদের সতর্কবার্তা এবং খেলবার সেই সাদা পাথর, অনুদান নয় বরং প্রতিদান। জিম কার্টার আর আলভারেজের সভ্য দুনিয়ার বাইরে একটা বন্য-জাতির নিজস্ব প্রতিদান। মেয়েটির প্রাণ রক্ষা পায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়, তাই এই প্রতিদান। এই বিচিত্র জীবনচর্যার পরিচয় কি সভ্য-ভূগোলের পাতায় পাতায় থাকতে পেরেছে, তাও আবার আফ্রিকার ভূগোল রচনায়? তবে কি বিভূতিভূষণ যাত্রাপথের প্রত্যক্ষ-ভূগোলকে ছেড়ে রেখে নতুন এই ভূগোল গড়ে তুলেছেন যা ইতিহাস আর সংস্কৃতির সঙ্গে হাত ধরে চলবে। এই ইতিহাসই তো তাঁর লেখার ইচ্ছা ছিল। সংক্ষেপে হলেও, 'চাঁদের পাহাড়'-এ সেই 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি'-র খোঁজ মেলে।

'চাঁদ'-এর ব্যবহার কাফির জাতির কাছে সময়নির্দেশক: "ঐ যে দূরের বড় পাহাড় দেখছো, ধোঁয়া ধোঁয়া — এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে।"[১৬] তাহলে কি ভাবতে পারা যায়, ঐ দূরের ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা পাহাড়টার স্থানবাচক নয়, সময়বাচক অধিকরণ 'চাঁদ'! তাহলে, সময়ের সঙ্গে 'চাঁদ' একটি সরলরৈখিক ভাবনায় সংযুক্ত হয়েছে। সেখানে আলোকিত দুনিয়ার হিসেবের খতিয়ানে চাঁদ আর সময়ের গতিপথ বঙ্কিম বা বৃত্তাকার। হিসেবের সূক্ষ্ম পারদর্শিতা এই অনালোকিত জীবনের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, তিন আউন্স সোনা পেয়ে শঙ্কর

খুশি হলেও "শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না"[১৭] কারণ 'মজুরি পোষাবে না'। সূক্ষ্ম হিসেবের পারদর্শিতা। এই দুটি বিষয়কে সামনে রাখলে একদিকে উপনিবেশের দৃষ্টি দিয়ে আকর্ষণ করা যায় বৈপরীত্যের জায়গাটি। কিন্তু ভূগোলের দৃষ্টি যদি ব্যবসায়িক হিসেবের দিকে পড়ে বা সময়ের সঙ্গে মজুরির তুলনা করা যায়, তবে ভূগোলের সিদ্ধান্ত কি এটাই হবে না, যে, এই সূক্ষ্মতার জন্যই অন্যদেশের মানুষ বারবার আফ্রিকার বুকে হানা দেবে ভয়ানক পরিণতি জেনেও, আর মাটাবেল কাফিররা কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না বুনিপের মিথকে আঁকড়ে ধরে। বন্য জাতির দৈহিক ক্ষমতা এর পরিপূরকই হবে বরং, তবুও নিজস্ব বাসভূমির মিথকে রক্ষা এবং অধিকৃত ভূমির রহস্যে বন্দুক চালিয়ে আর চাঁদের হিসেবকে দিন-মাইলে বদলে নতুন জয়যাত্রার পতাকা পুঁতে দেওয়াই কি শাসকের চিরন্তন ইতিহাসের সত্য হয়নি! ফলে, অস্পষ্ট ভূগোলের মানচিত্র আরও স্পষ্ট হয়েছে আগন্তুকদের দ্বারাই। তাই তো লেখা হলো "এখন দেখা যাচ্ছে যে আলভারেজের ম্যাপের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আলভারেজ বলে, ম্যাপ কি হবে, আমার মনে গভীরভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার ছবি...।"[১৮] ভূগোল যে নির্মিতই হয় তা নয়, সে বদলে যায় অলক্ষ্যে। অস্পষ্ট, কেউ যায় না এমন জায়গার ভূগোল প্রকাশিত হতে থাকে। বিভূতিভূষণ কি শঙ্করের স্মৃতিতে সেই ভূগোলকে জিইয়ে রাখবেন ! বোধহয় নয়। উপনিবেশবাদের যে ঋণ বিভূতিভূষণ শোধ করার জন্য শঙ্করকে দিয়ে হীরকখনির নির্দিষ্ট পথ চিনিয়ে দেননি,তেমনি অকেজো করে দিয়েছেন শঙ্করের ভূগোলের বিদ্যা। সপ্তর্ষিমণ্ডল কেবলই জন্মভূমির স্মরণবেদনা। সে কিন্তু আলভারেজের থেকে ম্যাপটাকেও বুঝে নিতে চেষ্টা করেনি। সব যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বুনে দিয়েই এই অভিযান বিভূতিভূষণ রচনা করলেন।

পাঁচ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখার একটি অংশ —

> "There is the true African Man: his physical and mental character black-skin suffused with strength and vigour, simplicity, good humour, and cheerfulness, and closeness to Nature, with a spirit of reverence for the God that is behind Nature is something which makes him quite distinctive in the World of Man, and eminently likable, and even lovable, to those who come to know him from close quarters." [১৯]

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও মানুষের যূথবদ্ধ সংস্কৃতির বাতাবরণ। তাদের নিবিড় সংস্পর্শে এলে তাদের জীবনচর্যা বুঝতে পারা যায়। অনির্দিষ্টভাবে যতটুকু পরিচয় এই জনজাতির সঙ্গে আলভারেজ ও শঙ্করের হয়েছে,তাতে কিছু পরিচয় তারা পেয়েছে এবং কিছুটা পূর্ব-অভিজ্ঞতা। যেহেতু,জীবনচর্যার প্রসঙ্গ কেবলমাত্র সমাজবিদ্যার বিষয়মাত্র নয়, ভূগোল এবং সমাজবিদ্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, সেহেতু ভূগোলের চর্চায় প্রসঙ্গগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়, হতে পারে পরোক্ষধর্মী। বুশম্যানদের মতো কৌশল জানার প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ: "ভাল বুশম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে।"[২০] কারণ "মধ্য আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।"[২১] এমন এক ভূগোলের প্রসঙ্গ যেখানে জীবনযাপনের সমূহ-বিদ্যা বা রক্ষাকবচের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। শুরুতেই দেখা যায়, এঞ্জিনিয়ার সাহেবের বন্দুক নিয়ে টহলদারি, শঙ্করের পাওয়া বন্দুক, বন্দুকের ম্যাগাজিনে ভরা কার্ট্রিজ, হাতে কম্পাস বেঁধে ঘোরা, 'ডেথ্ সার্কেল্'-এ সম্পর্কে সচেতনতা,সদা সশস্ত্র থাকা ইত্যাদি নানা বিদ্যা সবই পরিবেশ পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্ট। আর ভূগোলের প্রতি বিভূতিভূষণের আগ্রহ এবং ভালোলাগা চোখে পড়ার মতো হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকতার সময় থেকেই। সুতরাং, ভূগোলের চর্চা পুথিগত হলেও তা বিভূতিভূষণের হৃদয়বাহী বিষয়। ফলত, ভূগোলের নির্মাণ এবং ভৌগোলিক বর্ণনায় 'নিয়মে-বেনিয়মে'[২২] গড়ে ওঠার বিচ্যুতি সাহিত্যের মহলে ঝড় তোলে না। তবে, উপনিবেশের চোখ দিয়ে শঙ্কর মানচিত্র দেখলেও বিভূতিভূষণ যে তা দেখেননি 'বিচিত্র জগৎ'-এর মধ্যেই প্রকাশিত। যেমন, "Always something new from Africa"[২৩] রোমানদের করা উক্তিটি খনিজ সম্পদ থেকে মূল্যবান রত্ন-পাথর, ক্রীতদাস থেকে আধিপত্যের অবসর — সবকিছুকেই প্রমাণ করেছে। তাই ধর্ম-বিস্তারের জন্য প্রলোভন আর বিপদে কুলির প্রয়োজন পূরণে তামাকের প্রলোভনের মধ্যে পার্থক্যটা যে সামান্যই তা বোঝা যায়। আফ্রিকার বুকে ভারতের ধর্ম বিস্তারের কোনো অভিযান ঘটেনি। আর, সম্পদের খোঁজে অভিযান নব্যযুগের সাহিত্যের বিষয়। বাস্তবিকই ভারত কখনো রত্নের উদ্ধারে তরী ভাসায়নি। দেওয়া-নেওয়ার বজরা সাজানো থেকে কালীদহে জাহাজডুবি ভারতের সম্পত্তি। খোঁজের

ইতিহাস সাহিত্যের অন্দরেই। ভারতের বুকে তাই খুঁজতে খুঁজতে জনজাতি এসে পৌঁছেছিল এককালে। ভারত থেকে বিতাড়িত হয়েছে কিন্তু অভিযান করেনি।তাই অভিযানের প্রলেপে আড়ালে ভারতের সেই ঐতিহ্যকে স্থাপন করে নতুন এক ভূগোল গড়ে তুলেছেন বিভূতিভূষণ। শঙ্কর চাইলেও হের্ হাউপ্টম্যান কিংবা আত্তিলিও গাত্তি বা আলভারেজ হতে পারেনি। হলে কীভাবে সেই 'অ্যাবস্ট্র্যাক্ট জিওগ্রাফি' গড়ে উঠবে? সেই তো উপনিবেশের তৈরি ভূগোলের ম্যাপ, মাইল ফলকের সংগ্রাম। তাই সেই ভূগোল বিদ্যার অপসারণ বিভূতিভূষণ কৌশলে ঘটান। আর সমগ্র অভিজ্ঞতার আলোকে 'মাউন্টেন অফ দ্যা মুন'-এ না গিয়েও গোটা পরিক্রমণ 'চাঁদের পাহাড়' হয়ে উঠেছে। এই পাহাড় মনোলোকের ভূগোলে সত্য যা বাস্তবের ভূগোল থেকে বিচ্যুত। এই নতুন ভূগোলে মনের দ্বন্দ্ব আর লেখকের অভিপ্রায় মিশে রয়েছে।তাই ওয়েস্টমার্কের সেই 'মাউন্টেন অফ দ্যা মুন' উদ্দেশ্য হলেও, শেষ পর্যন্ত যে নতুন পথ, অভিজ্ঞতা এবং ভূগোল আবিষ্কৃত হলো তাইই বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), চতুর্থ খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ চৈত্র,১৪২৭, পৃ. ৫৪৪।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪৩২।

৩. ঘোষ, সঞ্জীব। অস্তিবাদ: দর্শনে ও সাহিত্যে (সম্পা:)। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭, নলেজ হোম, ঢাকা, পৃ. ৭৮

৪. তদেব, পৃ. ৭৮।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪২৩।

৬. তদেব, পৃ. ৪৩২।

৭. তদেব, পৃ. ৪৩২।

৮. তদেব, পৃ. ৪২৭।

৯. তদেব, পৃ. ৪০০।

১০. তদেব, পৃ. ৪৫৫।

১১. তদেব, পৃ. ৪৬০।

১২. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। কঙ্কাবতী। সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ২০২১, পৃ. ১১।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪৬০।

১৪. তদেব, পৃ. ৪২৪।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পত্রপুট (ষোল সংখ্যক কবিতা)। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৫, পৃ. ৬৩।

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪১।

১৭. তদেব, পৃ. ৪৩৬।

১৮. তদেব, পৃ. ৪৩৪।

১৯. Chatterjee, Suniti kumar. Africanism. Bengal Publishers Private Ltd., Calcutta, 1960, page – 02.

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নতুন মুদ্রণ ১৪৩১, পৃ. ৪২৬।

২১. তদেব, পৃ. ৪২৬।

২২. আনন্দবাজার ডট্ কম্, https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/column-on-chander-pahar/cid/1336849

২৩. Chatterjee, Suniti kumar. Africanism. Bengal Publishers Private Ltd., Calcutta, 1960, page – 03.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। কঙ্কাবতী। সপ্তম সংস্করণ ২০২১, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) প্রথম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ (নতুন মুদ্রণ) ১৪৩১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) চতুর্থ খণ্ড। ষষ্ঠ মুদ্রণ চৈত্র, ১৪২৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পত্রপুট (ষোল সংখ্যক কবিতা)। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, কলকাতা।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস। প্রথম প্রকাশ (তৃতীয় মুদ্রণ) ২০২৩, কারিগর, কলকাতা।

৬. ঘোষ, সঞ্জীব সম্পাদিত। অস্তিবাদ: দর্শনে ও সাহিত্যে। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭, নলেজ হোম, ঢাকা।

৭. Chatterjee, Suniti kumar. Africanism. Bengal Publishers Private Ltd., Calcutta, 1960.

বৈদ্যুতিন সূত্র:

1. https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/column-on-chander-pahar/cid/1336849, 18-08-2025, 21:05 IST